নান্দিক এর বার্ষিক (চলতি বছর) কর্মপরিকল্পনা
জুলাই ২০২৪ - **জুন** ২০২৫

নান্দিক সুস্থ সমাজমনস্ক মুক্তচিন্তার পরিচয়বাহী একটি ভিন্নধর্মী সাংস্কৃতিক সংগঠন। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধনই আমাদের লক্ষ্য। বাংলার ঐতিহ্য, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সাম্প্রতিক বিষয়াবলী, সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক নান্দনিক চিন্তা ধারণ করে অগ্রসর হতে চায় নান্দিক। আমরা চাই, মানুষ তাঁদের মানবিক বোধে উজ্জীবিত থেকে নবীনতর জীবনবীক্ষা ও সৃজনশীলতার সাথে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানবসমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে এগিয়ে চলুক। নান্দনিক বোধ হোক মানুষের পথচলার দিশা। সব মিলিয়ে বাংলার একটি চিরন্তন মুখ ধরতে চাই আমরা।

এই চিন্তা থেকেই "ভাষা ও সংস্কৃতির আনন্দযোগ" আদর্শ ধারণ করে নান্দিক থেকে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। নান্দিক এর প্রত্যেক সংখ্যাকেই সাহিত্য-সংস্কৃতির একটা বিশেষ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করবার আন্তরিক প্রচেষ্টা আমাদের। তাই নান্দিক এর প্রতিটি সংখ্যা একটি বিশেষ বিষয়ের ওপর প্রকাশিত হয়।

১। পত্রিকা প্রকাশ

বরাবরের মতোই, নান্দিক সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে। এটি এই সংগঠনের একটি চলমান প্রয়াস। প্রতিটি সংখ্যাতে শিক্ষা সংস্কৃতি সাহিত্য পাশাপাশি বই আলোচনা পরিবেশ বিষয়ক ও বাংলার ঐতিহ্যকে তুলে ধরার প্রয়াস থাকে। এমনকি শিশুদের বিশেষ বিভাগ "তারাঝিলমিল" নান্দিক পত্রিকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পত্রিকা প্রকাশ "নান্দিক সাংস্কৃতিক সংগঠন" এর চলমান উদ্যোগ।

২। প্রকাশনা উৎসব ও প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রতিবছর 'নান্দিক সাংস্কৃতিক সংগঠন' প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করে। অর্থনৈতিক নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সহ নানামুখী আয়োজন করে। এবছরও নান্দিক একইভাবে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সহ ঐতিহ্যনির্ভর ও সংস্কৃতির নানামুখীচর্চা ও অনুষ্ঠানের আয়োজনের উদযাপন করবে।

এছাড়া নান্দিক যেহেতু নিজস্ব কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে পত্রিকার পাশাপাশি বই প্রকাশনা করে আসছে। এবং শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কোন উপলক্ষ্য নয় (যেমন বইমেলা) বরং 'সারাবছর বইপ্রকাশ' - কার্যপরিকল্পনা সংগঠনের বিশেষ একটি উদ্যোগ। নান্দিক থেকে প্রকাশিত প্রবন্ধ, নিবন্ধ ফিচার, গল্প কবিতা ইত্যাদির উপর আলোচনা হয়। অল্প পরিসরে হলেও লেখক পাঠকের মেলবন্ধন ঘটাতে এই প্রচেষ্টা অব্যহত থাকে। আয়োজনে অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা সংগঠনের পক্ষ থেকে করা হয়।

৩। জাতীয় দিবস উদযাপন:

অন্যান্য বছরের মতো এবারও নান্দিক কয়েকটি জাতীয় দিবস উদযাপন এর পরিকল্পনা রয়েছে। নান্দিক এর আয়োজন সব সময়ই ভিন্নতার দাবী রাখে বিশেষ করে অনুষ্ঠান পরিকল্পনা, ইস্যু ভিত্তিক আলোচনা পরিক্রম এবং নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহনভিত্তিক। নান্দিক মনে করে, নতুন প্রজন্মকে সাথে রেখেই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ এবং অগ্রগতি সম্ভব।

৪। বিশেষ পরিকল্পনা ১

আমাদের সরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলোতে, শিশুদের পাঠ্য বইয়ের বাইরে শিল্প, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়ে পড়ানো কিংবা তাদের সাথে এসব বিষয়ে আলোচনা করার কোন সুযোগ নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে শিক্ষকস্বল্পতা রয়েছে দেশের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে। এর কারণ হিসেবে এককভাবে কোন ব্যক্তি বিশেষ দায়ী না হলেও, নানামুখী বাস্তবতাই এর মূল কারণ।

নান্দিক তার ক্ষুদ্র পরিসরে এবং সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেই পরবর্তী প্রজন্মকে বাংলা শিল্প ও সাহিত্যের আলোয় আলোকিত করতে চায়, আদর্শ মানুষ বিনির্মানে অবদান রাখতে চায়।

তাই, এ বছরের পরিকল্পনায়, ১০টি স্কুলে, সেচ্ছাসেবক ভিত্তিতে (নাম মাত্র সম্মানী দিয়ে) স্থানীয় পর্যায়ে সাংস্কৃতিক শিক্ষায় লালিত কিছু সেচ্ছাসেবক (ছেলে/মেয়ে) অথবা স্থানীয় কোনো প্রশিক্ষকের মাধ্যমে প্রতিটি স্কুলে বর্তমান শিক্ষক শিক্ষিকাকে সহযোগিতা করার বিশেষ একটি কর্মপরিকল্পনা নিয়েছে। যেন স্কুলগুলোতে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে।

মুলত এই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে "প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা"র মাধ্যেমে শিশু কিশোরদের কবিতা, গল্পপাঠ, সঙ্গীত, নৃত্য, চারু ও কারুকলা,নাটক ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহী করে তোলার প্রচেস্টা নেয়া হবে।

গৃহীত এই পরিকল্পনা অনুসারে বর্তমান পাঠপুস্তকের বাইরে শিক্ষামূলক বিভিন্ন ধরনের বই প্রকাশনা সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের মাঝে নামমাত্র মূল্যে বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫। বিশেষ পরিকল্পনা

সমাজে পিছিয়ে পড়া, অবহেলিত শিশু কিশোর (বিশেষ করে প্রতিবন্ধি শিশু কিশোর) বরাবরই নানা ভাবে সমাজ, দেশ এবং সচেতন নাগরিক থেকেও অবহেলার শিকার হয়। কাঠামোগত এবং অকাঠামোগত দুইভাবেই তারা প্রতিনিয়ত বঞ্চনার মধ্য দিয়ে জীবন পার করে। নান্দিক তাদের জন্য কিছু করার দায়বদ্ধতা অনুভব করে। তার-ই ধারাবাহিকতায় এ বছর নান্দিক এক বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহন করেছে।

বছরে কমপক্ষে ৪৮ দিন (সপ্তাহে এক দিন), প্রতিবন্ধী স্কুলে "বাংলা শিল্প ও সাহিত্যের পাঠচক্র" নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চায়। অনুষ্ঠানে পথশিশু ও প্রতিবন্ধী শিশু কিশোরদের (শিক্ষার্থী) উপযোগী সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে (কথা কবিতা গান, গল্প বলা ইত্যাদি), তাদের অংশগ্রহন, সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া ইত্যাদি এবছরে পরিকল্পনা রয়েছে।

৬। বিশেষ পরিকল্পনা

শিশু কিশোরদের সুনাগরিক ও সচেতন হিসেবে গড়ে তুলতে এ পাঠাগারের সহায়ক ভূমিকা পালন করতে উপযোগী কিছু বই নান্দিক পাঠাগারের উদ্যোগে প্রকাশ করা হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় এবছরেও পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী তদুপোরি পাঠোপযোগী কিছু বই "নান্দিক" থেকে প্রকাশনার বিশেষ পরিকল্পনা আছে।

৭। বিশেষ পরিকল্পনা

Human Library (মানব গ্রন্থাগার)

একসময়ে মা মাসিরা দুপুরের আহার সেরে, মুখে একখিলি পান পুরে হাতে নিতেন বই। কিছু কেনা, কিছু গ্রন্থাগার থেকে আনা। টিভি আসার আগে এই লাইব্রেরিগুলির দারুণ রমরমা ছিল। অনেক সময়ে পছন্দমতো বই পাওয়াও যেত না। অপেক্ষা করতে হতো—যে নিয়েছে, সে ফেরৎ দিলে তবেই পড়া। অনেকের তো নেশাই ছিল রোজ লাইব্রেরিতে যাওয়া।

বই এখনও লোকে পড়ে। আজকাল মাধ্যম বেড়েছে। অনেকরকম বইয়ের ফ্রি পিডিএফ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পাওয়া যায় এবং ডাউনলোড করে পড়া যায়। স্যোশাল মিডিয়ার সৌজন্যে অনেক বইয়ের পিডিএফ, কষ্ট না-করেই পাওয়া যায়। এছাড়া রয়েছে কিন্ডেল এবং অডিয়ো বুকও। অনলাইনে পছন্দমতো বই কিনতে পারা যায়। এসবের কারণে লাইব্রেরির চাহিদা কমেছে।

পুরনোকে বর্জন করে নতুনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মানুষ। এটা তো হওয়ারই কথা। সব সময় নতুনকে আহ্বানই সময় ও জীবনের সারসত্য। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিত্যনতুন ভাবনারও ক্রমবিকাশ ঘটছে। সেই ভাবনা থেকেই নান্দিকের এই অভিনব পরিকল্পনা।

বাস্তব সমস্যায় ভোগা মানুষেরা নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা শোনাবেন। তাঁরা হলেন একেকটি বই— জীবন্ত মানব, গ্রন্থের ভূমিকায়। আপনি তাঁদের কথা শুনবেন, আপনি পাঠক। তাঁদের অভিজ্ঞতা শুনে নিজের জীবনকে উন্নত করবেন। মানসিক চাপ মুক্ত হবেন। মানুষের মন ভাল রাখতে এই অভিনব পরিকল্পনাটির উদ্যোগ নান্দিকের।

যখন ছোট ছিলাম, দিদিমা, ঠাকুমা, অল্প বয়সে বিধবা হয়ে যাওয়া পিসি, যিনি সময়ের দানে অকালেই বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছিলেন, বড় দাদা, দিদিরা গল্প শোনাতেন। বৃষ্টির রাতে বা খুব গভীর কালো রাতে লণ্ঠনের আলোয় ভূতের গল্প জমতো ভাল। আর,ঘুমোবার সময় ভয়হীন গল্পেরা ভিড় জমাতো। তখন রাজপুত্তর,রাজকন্যার জয়। দুষ্টু দানবের পরাজয়।

সেই দিনকালও গিয়েছে, গল্প বলাও গিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। কোন চুলোয়, কে জানে! একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে এখন সিঙ্গল ইউনিট। কারও কাছে সময় নেই। জীবন পরিবর্তনশীল। সেই পরিবর্তনের হাত ধরে গল্পের বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে নিয়েছে অডিয়ো ভিসুয়াল মিডিয়া। রেডিয়োর নাটক থেকে, রেকর্ড

প্লেয়ারে ভানুর কমিক থেকে, ক্যাসেটের শেষের কবিতা সেরে, সিডির কর্ণ কুন্তী সংবাদ হয়ে এখন আমরা টিভি ফিল্মের সঙ্গে পেয়ে যাচ্ছি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম। কথক ঠাকুরের কথকতাও খুঁজে নিতে হবে।

অন্যান্য লাইব্রেরির মতো আপনি গিয়ে যদি বলেন, 'গোরা' দিন তো বা 'পথের পাঁচালি' আছে? পাবেন না। গল্পপাঠ বা সাহিত্যের রসাস্বাদনের জন্য এই গ্রন্থাগার নয়। কারণ, এখানে বই নয়, রয়েছে মানুষ— যাকে আপনি সদস্য কার্ড দেখিয়ে বাড়ি বয়ে আনতে পারবেন না। এবং সময়ও বেধে দেওয়া রয়েছে ৩০ মিনিট। এখানে বই, গল্প,প্রবন্ধ শোনাবে না, মানুষের তাঁদের জীবনের কথা শোনাবে। একজনের মুখ থেকে অন্যরা শুনবে বক্তার জীবনের ওঠাপড়ার কথা। মানুষের মানসিক চাপ কমাতেই এই উদ্যোগ। সমাজে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মানুষেরা রয়েছেন, যা আমাদের অজানা। সেই অভিজ্ঞতা জেনে নিজেদের উন্নত করার চেষ্টা।

৮। বিশেষ পরিকল্পনা

ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি (**Nandik Litle Library**)

আমাদের চারপাশে- রাস্তায়, চায়ের দোকানে, যাত্রী ছাউনি, সেলুন অথবা এরকম অন্যান্য খোলা জায়গায় যেখানে ৪/৫ অথবা ততধিক মানুষ বসে গল্প করে বা আড্ডা মেরে সময় কাটায়। এমন যেকোনো স্থানে বিশেষ করে চায়ের দোকান ও সেলুনে নান্দিক উদ্যোগ নিয়েছে "নান্দিক লিটল লাইব্রেরি "স্থাপন করা। যাতে করে অবসরে মানুষ গল্প করে সময় কাটানোর চাইতে বইয়ের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পায়।

৯। প্রয়োজনানুযায়ী যেকোন সময় সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন আয়োজন করার পরিকল্পনা প্রতিবছরের মতো এবছরেও আছে।

ধন্যবাদান্তে

ইসমত শিল্পী
সভাপতি
নান্দিক সাংস্কৃতিক সংগঠন